যুগান্তর

06 MAY 2008

যুগান্তর

অধ্যক্ষ প্রফেসর মমতাজ বেগম, বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ

বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ নারী শিক্ষায় দাপটের সঙ্গেই যার অবস্থান

ইউসুফ আলী

ঢাকার কলেজ

নারী শিক্ষা বিস্তারে প্রভাবশালী-দাপুটে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ। ব্রিটিশ শাসনামলের শেষভাগে প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানটি আজও তার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে প্রতিষ্ঠানটিতে। এ কারণে প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থায় পিছিয়ে পড়ছে প্রতিষ্ঠানটি। সরকারি প্রতিষ্ঠান হওয়াই কি প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ— তা নিয়ে উদ্বিগ্ন কলেজ কর্তৃপক্ষ। অকপটে এ কথা স্বীকার করেছেন কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মমতাজ বেগম। তিনি বলেন, অধ্যক্ষের পদ বেসরকারি কলেজের মতো স্থায়ী নয়। এক-দু'বছরের মধ্যে পরিবর্তন করা হয়। যে কারণে, একাগ্রতা নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করেও বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। আর এ কারণে বেসরকারি কলেজগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রতিনিয়ত পিছিয়ে পড়ছে সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীরা। সুযোগ-সুবিধা প্রদানের দিক থেকেও সরকারি কলেজের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। ব্রিটিশ শাসনের শেষভাগে তৎকালীন ইডেন ভবনে ১৯৪০ সালে ইডেন স্কুল ও কলেজ নামে প্রতিষ্ঠিত হয় বর্তমান বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে এটি সাত নম্বর বকশীবাজারে স্থানান্তরিত হয়। এ সময় থেকেই কলেজটি প্রথম সরকারি কলেজ হিসেবে যাত্রা শুরু করে। ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত কলেজটি ইডেন কলেজ হিসেবে পরিচিত ছিল। পরবর্তী সময়ে আজিমপুরের নতুন বিল্ডিংয়ে ডিগ্রি শাখা চালু করা হয়। তখন নতুন ভবনটি ইডেন কলেজ গভঃ ইন্টারমিডিয়েট

অবস্থান : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ১

● (ছবি : [illegible] স্কুল এন্ড কলেজ)

অবস্থান : যার

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কলেজ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এরপর ১৯৬৮ সালের দিকে এখানে ডিগ্রি কোর্স চালু হলে এর নাম হয় ঢাকা সরকারি মহিলা কলেজ। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বেগম বদরুন্নেসার মৃত্যুর পর তার নামানুসারে কলেজটির নামকরণ করা হয় বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ। বিদুষী বেগম বদরুন্নেসা ১৯২৪ সালের ৩ মার্চ কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। নারী জাতির কল্যাণে তিনি অসংখ্য গঠনমূলক কাজ করে গেছেন। সমাজসেবার জন্য ১৯৫৩ সালে তিনি রানী এলিজাবেথ করোনেশন মেডেল এবং ১৯৯৯ সালে মরণোত্তর স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার লাভ করেন।

বকশীবাজারে চারদিকে প্রাচীরবেষ্টিত বদরুন্নেসা কলেজ অভ্যন্তরে নিরিবিলি ও নিরাপদ পরিবেশে এর শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। কলেজটিতে যুগোপযোগী শিক্ষাদানের জন্য সমৃদ্ধ লাইব্রেরি, কম্পিউটার ল্যাব, ল্যাবরেটরি, অডিটোরিয়াম ও একটি খেলার মাঠ রয়েছে। সে সঙ্গে প্রায় সাড়ে তিনশ' ছাত্রীর সুবিধার্থে দুটি আবাসিক হল রয়েছে। বর্তমানে কলেজটিতে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করছে ৪ হাজার ৩৬৬ জন ছাত্রী। তাদের শিক্ষাদানে নিয়োজিত রয়েছেন ৯২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা। ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলেও ফলাফলের দিক থেকে ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারেনি কলেজটি। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় গত বছর ১১৮ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হয়েছে ১০৬ জন। পাসের হার ৮৯ দশমিক ৮৩ ভাগ। এর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে মাত্র ১০ জন ছাত্রী। এর আগের বছর পাসের হার ছিল ৭৭ দশমিক ৭৭ ভাগ। এ পরীক্ষায় ১২৬ জন ছাত্রী অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হয় মাত্র ৯৮ জন। এর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছিল মাত্র ৫ জন ছাত্রী। স্নাতক পরীক্ষার ফলাফলের দিক থেকেও সুবিধাজনক অবস্থানে নেই কলেজটি। ২০০৬ সালের স্নাতক (পাস) পরীক্ষায় ১১২ জন অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হয়েছে ৭১ জন। পাসের হার ছিল ৬৩ দশমিক

কলেজের অসংখ্য সাবেক ছাত্রী কর্মজীবনে দেশের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। দেশবরেণ্য নেত্রী, বিজ্ঞানী, শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক, প্রকৌশলী ও প্রশাসক হিসেবে তারা সুনাম অর্জন করেছেন। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঐতিহ্যবাহী এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী ছিলেন।

প্রতিষ্ঠানটিতে রয়েছে কিছু সীমাবদ্ধতা। বিশেষ করে ছাত্রী হোস্টেলের চিত্র এখনও করুণই রয়ে গেছে। হোস্টেলের খাবার এতটাই নিম্নমানের, অনেক ছাত্রী টাকা জমা দিলেও খেতে পারে না। কর্তৃপক্ষ বিষয়টি জানার পরও কোন উদ্যোগ নিতে পারছে না। কেননা দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে খাবারের মান ভালো করা যাচ্ছে না। সরকার থেকে কোন সাবসিডিও দেয়া হয় না। ছাত্রীদের আবাসন সমস্যার সমাধানে নতুন ক্যাম্পাস প্রয়োজন। এ বিষয়ে সরকারের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। কলেজের একটি সূত্র বলছে, কলেজ সংলগ্ন এলাকায় সরকারি বেশ কিছু জমি রয়েছে। সরকার উদ্যোগ নিলে ওই জমিতে কলেজ ক্যাম্পাস সম্প্রসারণ করা সম্ভব। এতে আবাসন সমস্যার পাশাপাশি বর্তমান চাহিদা মোতাবেক ক্যাম্পাস আরও বাড়ানো সম্ভব হবে। প্রতিষ্ঠানটি কেন বর্তমান প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে এমন প্রশ্নের খোলামেলা জবাব দিয়েছেন কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মমতাজ বেগম। তিনি বলেন, বেসরকারি কলেজগুলোতে সব ধরনের সুবিধা রয়েছে। কলেজ অধ্যক্ষ দীর্ঘদিন প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সুযোগ পান। নিজ উদ্যোগে অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। শিক্ষার্থী উপস্থিতির ক্ষেত্রে নানা বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়ে থাকে। যার কোনটি সরকারি কলেজে বিদ্যমান নেই। বিশেষ করে কলেজ অধ্যক্ষ বেশি দিন না থাকার কারণে মনোযোগী হতে পারেন না কলেজ উন্নয়নে। অনেক সময় যুগোপযোগী পদক্ষেপ নেয়া হলেও বাস্তবায়নের আগেই তার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। পরবর্তীতে নতুন অধ্যক্ষ তার নিজস্ব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উদ্যোগী হন। তাছাড়া কোন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের জন্য সরকারি কলেজগুলোকে নির্ভর করতে হয় সরকারি সিদ্ধান্তের ওপর। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে সরকারি কলেজের বেতনের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি নেয়া হয় বেসরকারি কলেজে। অথচ সরকারি কলেজে পর্যাপ্ত ও প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দেয়া হয় না। এ অবস্থায় বর্তমান প্রতিযোগিতায় সরকারি কলেজ টিকে থাকা অনেক কষ্টসাধ্য। তিনি জোর দিয়ে বলেন, অধ্যক্ষের মেয়াদ বাড়ানো হলে তিনি কিছু কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। সরকারি কলেজগুলোর প্রতি সরকারি গুরুত্ব বাড়ানো দরকার বলে তিনি মনে করেন।